সারসংক্ষেপঃ

প্রাথমিকভাবে প্রকল্পটি মিরসরাই উপজেলার বিদ্যমান উদ্ভিদ ও প্রাণীর একটি ভূমিরেখা (বেইসলাইন) তৈরী করণসহ ঐ অঞ্চলের বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর অবস্থা সম্পর্কে একটি সামগ্রীক ধারনা নেওয়ার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্পের আওতায় পরিবেশগতভাবে সংকটপূর্ণ এলাকা সমূহ চিহ্নিত করাও ছিল একটি অন্যতম কাজ। এ লক্ষ্যে সর্বাধিক উদ্ভিদ ও প্রাণী গণনাকরার জন্য বিভিন্ন ঋতুতে মানসম্মত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরন করে মাঠপর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

গবেষণায় সাতটি বিভিন্ন ক্যাটাগরীর প্রায় ৩৭৫ প্রজাতির উদ্ভিদ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যেমন: গাছ, গুল্ম, ফার্ণ, পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ, ঔষধী গাছ এবং পরজীবি উদ্ভিদ। তাদের মধ্যে ১১৬ প্রজাতির গাছ, ১০০ প্রজাতির ঔষধী গাছ, ৯০ প্রজাতির গুল্ম, ৪৬ প্রজাতির লতা, ১১ প্রজাতির ফার্ণ, ৭ প্রজাতির পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ এবং ৫ প্রজাতির পরজীবী উদ্ভিদ পাওয়া যায়। এই উপজেলাটি বন্যপ্রাণীর আবাস স্থলের জন্য প্রসিদ্ধ এবং জরিপের সময় মোট ৩০৫ প্রজাতির বন্যপ্রাণী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যার মধ্যে ৬ বর্গের ৩০ প্রজাতির উভচর প্রাণী ও ৪০ প্রজাতির সরীসৃপ উল্লেখ্য যোগ্য। এদের মধ্যে ২ প্রজাতির কচ্ছপ এবং কাছিম (৫%), ১৭ প্রজাতির টিকটিকি (৪৫%) এবং ২১ প্রজাতির সাপ (৫০%) রয়েছে। এছাড়াও এই উপজেলায় মোট ২০০ প্রজাতির পাখি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তাদের মধ্যে ১৬৫ প্রজাতির বসবসকারী এবং ৩৫ প্রজাতির পারিযায়ী (অতিথি) পাখি রয়েছে।

মিরসরাই উপজেলায ৩৬ প্রজাতির স্থন্যপায়ী প্রাণী রয়েছে তাদের মধ্যে ৩১% বিরল, ১৯% অসাধারণ, ৩৬% সাধারণ এবং অবশিষ্ঠ ১০% খুবই সাধারণ প্রজাতি প্রাণী। তাদের আবাসস্থলগুলোকে সংকটাপূর্ণভাবে শ্রেণীকরণ করা হয়েছে। সংকটাপূর্ণ আবাসস্থলগুলো হল (১) উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ (২) উপকূলীয় মাডফ্লাট এবং (৩) পাহাড়ী বনভুমি। এই উপজেলার বন অঞ্চলগুলো জাতীয়পর্যায়ে ২৮ প্রজাতির এবং বিশ্বব্যাপী ১২ প্রজাতির বিপন্ন প্রাণীকে আশ্রয় দিয়ে থাকে বলে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে উভচর ৪ প্রজাতি, ১০ প্রজাতির সরীসৃপ, ১ প্রজাতির পাখি এবং ১৩ প্রজাতির স্থন্যপায়ী প্রাণী রয়েছে।

এ অঞ্চলে অবস্থিত উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ বনে ৫০০০টি হরিণের আবাসস্থল আছে বলে চিহ্নিত করা হয়। যদি এই ম্যানগ্রোভ বন (প্যাচ) উন্নয়ন কাজের জন্য দখল হয়ে যায় তাহলে হরিণ গুলো তাদের আবাসস্থল পূর্ণমাত্রায় হারিয়ে ফেলবে। এ লক্ষ্যে অবিলম্বে এদের ভাগ্য নির্ধারণ করার জন্য পুর্নবাসনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে । এছাড়াও উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ বন সংলগ্ন মাডফ্লাট (mudflat) অঞ্চলটি পরিযায়ী পাখি এবং স্থানীয় বসবাসকারী পাখিদের আবাসস্থল, তাই এই mudflat কে যথাসম্ভব নিবিঘ্ন রাখতে হবে।

এ অঞ্চলে পাহাড়ী বনভূমিকে নির্বিঘ্ন রাখা একান্ত প্রয়োজন কারণ বিশ্বব্যাপী বিপন্ন প্রজাতির প্রাণীসহ প্রাকৃতিক পানির প্রবাহ রক্ষা করার জন্য। এলক্ষ্যে গনহারে ভ্রমণ ব্যবস্থাকে নিবুৎসাহী ও নিয়ন্ত্রন করা একান্ত প্রয়োজন। তাই নিয়ন্ত্রিত পরিবেশবান্ধব ভ্রমণ ব্যবস্থকে উন্নত করতে হবে এবং পর্যটকদেরকে নির্দিষ্ট স্থান ব্যতিত ভ্রমণের অনুমতি দেওয়া যাবে না। এ অঞ্চলে কোন উন্নয়ন কাজা শুরু করার আগে ঐ এলাকার বিস্তারিত পরিবেশগত বিপর্যয়ের সমীক্ষাসহ এর সাম্ভাব্যতা নিরুপন করতে হবে।